78

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 SEP 1995 ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

অনুমোদন নেই! নেই সংগঠন কাঠামো! এ কেমন বিশ্ববিদ্যালয়!

চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাত ॥ হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতারিত

মাসুদ কামাল

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো, এমনকি কোন শিক্ষকমণ্ডলী ছাড়াই ডাক্তারী শিক্ষা প্রদানের নামে নগরীতে একটি প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করছে। বিজ্ঞাপনের সহজ শর্ত দেখে প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবক-যুবতী ভিড় জমাচ্ছে রহস্যজনক এ প্রতিষ্ঠানটিতে। এক ভর্তি ফি হিসাবেই প্রতিজনের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে দশ হাজার টাকা করে। আর কোর্সের পুরো চার্জ হিসাবে প্রত্যেককে জানানো হচ্ছে ৫৫ হাজার টাকার কথা।

'ডাক্তারীতে ভর্তি' শিরোনামের বিজ্ঞাপনটি মাস খানেক ধরেই দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অলটারনেটিভ মেডিসিনের ওপর ডিপ্লোমা ও ব্যাচেলর-এ দু'টি বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। যোগ্যতা হিসাবে কোন প্রকার ন্যূনতম নাম্বার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ না করেই ডিপ্লোমার জন্য এসএসসি এবং ব্যাচেলরের জন্য এইচএসসি পাস চাওয়া হয়েছে। সহজ শর্তের কারণে ইতোমধ্যে অনেকে নির্ধারিত ভর্তি ফি দিয়ে ভর্তি হয়ে গেছে, প্রতিদিন যোগাযোগও করছে অনেকে।

উত্তরায় একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে চলছে এই 'ডাক্তারী'তে ভর্তি প্রক্রিয়া। বাড়িটির সামনে সাইনবোর্ড হিসাবে লাগান আছে 'প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি' নামটি। ঢুকলে দেখা যায় মাত্র দু' রুম নিয়ে একটি অফিস। পিয়ন-দারোয়ানসহ ছ'-সাত জন লোক দেখা যায় সেখানে। ছাত্র-ছাত্রী কিংবা তাদের অভিভাবক কেউ গেলে অলটারনেটিভ মেডিসিন সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেয়া হয়। উৎসাহীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ভর্তি ফি।

এ বিষয়ে সরেজমিনে একাধিকবার যেয়েও প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়নি। অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারী এমনকি যাঁরা রশিদ দিয়ে ভর্তি ফি আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁরা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য দিতে পারেননি। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই একটি ছাপানো সিলেবাস দেখিয়েছেন। তাতে লেখা রয়েছে— প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত। আর এ ইউনিভার্সিটির কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন বিভাগে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে।

অফিস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাচার্য বা রেজিস্ট্রার নেই। এখনও নেয়া হয়নি কোন শিক্ষকও। শিক্ষক হিসাবে দু'একজন যাওয়া-আসা করলেও তাঁরা তাঁদের নাম পর্যন্ত বলতে পারেননি। চেয়ারম্যান হিসাবে জনৈক এম.এন হকের নাম উচ্চারণ করলেও তার পূর্বঅভিজ্ঞতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কেও কিছু বলতে পারেননি। এমনকি তাকে কোথায় কখন পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধেও কোন তথ্য দিতে পারেননি।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ঘটা করে বলা হচ্ছে, কলকাতার অলটারনেটিভ মেডিক্যাল কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে কোর্সসমূহ পরিচালিত হবে। পাশাপাশি অলিমাআতার দি ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ফর কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন, কর্তৃক তাদের প্রতিষ্ঠানটি এফিলিয়েটেড বলেও দাবি করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অনুমোদন আবশ্যক হলেও তারা তা নেয়নি। তাদের বক্তব্য হলো— এটা তো চিকিৎসা নয়, বিকল্প চিকিৎসা। তাই অনুমোদনের দরকার নেই। অপরদিকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের লোভ দেখানো হচ্ছে যে, "তিন বছরের ব্যাচেলর কোর্স শেষে তাদের 'মাস্টার অব ডক্টর বা এমডি' ডিগ্রী দেয়া হবে। তারপর তারা রোগী দেখতে পারবে, যে কোন ডাক্তারী সার্টিফিকেটও দিতে পারবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে পিএইচডি করার সুযোগও থাকবে।"

এমনিতে কোন শিক্ষকের নাম না বলতে পারলেও কোন কোন কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীকে তাঁরা শিক্ষক হিসাবে দেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন এ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের নাম বলেছেন। কিন্তু সে রকম দু'জন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, বিশ্বব্যাপী অলটারনেটিভ চিকিৎসা নিয়ে আলোচনার সুযোগে একটি গোষ্ঠী এ ধরনের প্রতিষ্ঠান খুলে সরলমনা মানুষকে স্রেফ প্রতারণা করছে।